পৃথিবী বাড়ুক রোজ

নবনীতা দেবসেন

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে নবনীতা দেবসেন একজন ব্যতিক্রমী লেখিকা। তিনি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন তখন বাংলা কবিতার জগতে বহু ভাঙাগড়া হয়েছে। কবিতার পুরনো স্থাপত্য কীর্তির উপর নির্মম বুলডোজার চালিয়ে নব্যরীতির ইমারত খাড়া করেছিলেন একদল লেখক। তবে নবনীতার কবিতায় সেকেলে ভাবনা যেমন ছিল না তেমনি কোন আশ্চর্য বাঁকবদলও দেখাননি লেখিকা। তবে তাঁর কবিতায় পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের বৈষম্যপীড়িত জীবনবোধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনায় নারীবাদের পরিচয় লক্ষণীয়। তিনি কখনো উচ্ছল, সহাস্য, সুদূরপিয়াসী, কখনও তীর্যক, ক্রুদ্ধ, প্রয়োজনে কঠোর। ছেলেভুলানো রূপকথা থেকে অচঞ্চল কবিতা, সরস ট্রাভেলা থেকে প্রশ্নাত্মক একাডেমিক রচনা- সবকিছুতেই তাঁর অবাক বিচরণ। আমাদের আলোচ্য তাঁর 'রক্তে আমি রাজপুত' কাব্যগ্রন্থের 'পৃথিবী বাড়ুক রোজ' কবিতায় সময়ের উর্ধ্বে উঠে তিনি প্রার্থনা করেছেন এক নতুন পৃথিবীর।

বিশ্বায়নের কবলে পড়ে মানব সভ্যতার পরিসর দিনে দিনে সংকুচিত হতে শুরু করেছে। টেলিভিশন ও টেলিফোনের প্রসারে দেশ কালের ব্যবধান ঘুচে যাবার সূচনা তারও আগে থেকেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে কবি দৃঢ় ঘোষণা-

"বিশ্ব ছোটো হয়ে যাক হস্তধৃত আমলকির মতো,
এ আমার প্রার্থনীয় নয়।
আমি চাই পৃথিবী ছাড়াক
আমার পৃথিবী আমি পরিশ্রম করে খুঁজে নেব।"

বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও বাস্তবেই মানুষের মন আর জটিল হয়ে গেছে। পৃথিবী আজ আমাদের ঘরের কোণায় উপস্থিত হয়েছে, সবকিছু আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। যার ফলে বিশাল ব্যাপ্ত পৃথিবী আমলকির মতো ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, যোগাযোগের মাধ্যমে দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের যে কোন খবর মুহূর্তের মধ্যে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু

এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার কারণে আমরা বৃহত্তর জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি, আবদ্ধ হয়ে পড়ছি সংকুচিত পরিসরের মধ্যে। যার ফলে সামাজিক বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে যাচ্ছে, যা লেখিকা মন থেকে চাননি। বরং তিনি চান পৃথিবী ছড়াক আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

লেখিকা মনে করেন মানুষ দিনে দিনে এই বোধে জর্জরিত হয়ে পড়ছে যে 'আমিই সর্বেসবা'। কিন্তু লেখিকা মনে করেন সমস্ত অহং সমস্ত আমিত্বকে ত্যাগ করে তিনি আরো ছোট হতে চান। বিশাল ব্যাপ্ত বিশ্বকে তিনি আপন করে পেতে চান, খুঁজে নিতে চান অজানাকে জানার আগ্রহে, আর হতে চান আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। তিনি গৃহবন্দী হতে চান না, ঘরকুনোদের মতো জীবনযাপন করতে চান না। তাই তিনি মনে করেন-

"পৃথিবী বিস্তীর্ণা হও, ব্যাপ্ত হও ব্রহ্মচারচর,
.....আমার পৃথিবী হোক অফুরান, অনন্ত বিস্তার।"

লেখিকা মনে করেন পৃথিবীকে বর্ধিষ্ণু হতে হবে। পৃথিবীর বৃদ্ধি থেমে গেলে চলবে না, চিরন্তন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে। আর লেখিকা নিজে ছোট হবেন, এমন ছোট হবেন যাতে যে কোন কিছুতেই বাহির হতে পারবেন। হবেন নরম, নিরাকার একগুচ্ছ রেশম এর মত। কোন অবস্থাতেই তিনি কঠিন, কঠোর, শক্ত হবেন না। কোন পার্থিব সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পৃথিবীতে ছোট করতে চান না লেখিকা। কারণ-

"পৃথিবী অনেক বড় পৃথিবীতে ছোট হতে নেই।"

পৃথিবীর এই বিশালতার কথা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছে, এমনকি পশু, পাখি, উদ্ভিদও। তারা জানে পৃথিবী ছোট হলে বা পৃথিবীর অস্তিত্ব হারিয়ে গেলে তাদের অস্তিত্ব কোথায়। কিন্তু মানুষ আজও বুঝতে পারেনি পৃথিবীর অস্তিত্বকে। তাই তারা নিজেদের মতো করে পৃথিবীটাকে ছোট করে ফেলছে। তবে আর বেশিদিন নয়, যখন মানুষ নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবে তখন বুঝতে পারবে পৃথিবীর গুরুত্বটাকে, এটাও বুঝবে যে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নেবার ফল কি হতে পারে।

নবনীতা দেবসেন তাঁর ‘পৃথিবীর বাড়ুক রোজ’ কবিতায় দেখিয়েছেন কিভাবে ব্যক্তি থেকে সমকাল পেরিয়ে কবিতা বিশ্বগত ব্যঞ্জনা খুঁজে নেয়। তাই লেখিকা মানব সভ্যতার প্রতি দার্শনিক সুলভ সতর্কবাণী দিয়ে বলেছেন-

“পশুপাখি উদ্ভিদেরা কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না
ওরা সব জেনে গেছে, মানুষের বেশি দেরি নেই।”

ড. সৌমেন দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডোমকল কলেজ